আমাদেরকে আপনার নিজ রহমত এই কাফিরদের থেকে মুক্তি দিন।'

❑ আজান শেষ হওয়ার পর দরূদ শরীফ পড়ে নিম্নের দোয়া পড়তে হয়-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ۔

অর্থ : হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাজের আপনিই রব। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসিলা ও মর্যাদা দান করুন। আর তাঁকে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করুন, যার ওয়াদা আপনি তাঁকে দিয়েছেন। অবশ্যই আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (বুখারী, খ. ১, পৃ. ১২৬, হাদিস নং ৬১৪, জামে তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৪১৩, হাদিস নং ২১১)

❑ নামাযে পঠিত দোয়া সমূহ

তাকবীরে তাহরীমা :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লাহ মহান।

ছানা :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমারই, তোমার নাম বরকতময়, তোমার মহিমা অতি উচ্চ, তুমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।

রুকুর তাসবীহ :

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ

পবিত্রতা বর্ণনা করছি মহান প্রতিপালকের

রুকু হতে উঠার তাহ্মীদ :

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ۝ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

যে আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তার প্রশংসা শোনেন- হে আমাদের প্রতিপালক! সকল প্রশংসা আপনার জন্য।

সিজদার তাসবীহ :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

পবিত্রতা বর্ণনা করছি মহান প্রতিপালকের

দুই সিজদার মধ্যবর্তী তাসবীহ :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রহম করুন, আমাকে হেদায়াত দান করুন, আমাকে শান্তি দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।

সালাম :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

তাশাহহুদ :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ. اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

মৌখিক, শারীরিক এবং আর্থিক সকল ইবাদাত আল্লাহর জন্য। হে রাসূল! আপনার উপর আল্লাহর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর পূণ্যবান বান্দাগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি

সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল।

দরুদ শরীফ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশধরগণের উপর ঐরূপ শান্তি অবতীর্ণ কর, যেরূপ শান্তি হযরত ইবরাহিম আ. এবং তার বংশধরের উপর অবতীর্ণ করেছ। নিশ্চয় আপনি সুপ্রশংসিত এবং সুমহান।
হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশধরগণের উপর সেইরূপ অনুগ্রহ কর, যেরূপ অনুগ্রহ হযরত ইবরাহিম আ. এবং তাঁর বংশধরের উপর করেছ। নিশ্চয় আপনি সুপ্রশংসিত এবং সুমহান।

দোয়ায়ে মাছুরা :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার উপর অনেক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই। সুতরাং আপনি আমাকে আপনার নিজ হতে সম্পূর্ণ ক্ষমা করুন এবং আমার দয়া করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।